যুগান্তর

তারিখ 10 APR 2014
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

বকশীগঞ্জে আনন্দ স্কুলের নামে ব্যাপক অনিয়ম

বছরে কয়েক কোটি টাকা লুটপাট

বকশীগঞ্জ প্রতিনিধি

ভুয়া শিক্ষার্থীর নাম ও সাইনবোর্ডসর্বস্ব স্কুল দেখিয়ে বকশীগঞ্জে আনন্দ স্কুলের নামে বছরে কয়েক কোটি টাকা লুটপাট হচ্ছে। প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষার আলো পৌঁছানোর কার্যক্রম ভেস্তে যেতে বসেছে। ঝরে পড়া শিশুরা অধরাই থাকছে। ফলে আনন্দ স্কুলের ঝরে পড়া শিশুরা আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

জানা গেছে, প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষার আলো পৌঁছাতে সরকার বিশেষ ব্যবস্থাপনায় রিচিং আউট অব চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্পের বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত এসব আনন্দ স্কুলে শিক্ষার ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের রস্ক প্রকল্পে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য ২০১০ সালে বকশীগঞ্জে ৩০৭টি আনন্দ স্কুলের যাত্রা শুরু করে। অভিযোগে রয়েছে, বকশীগঞ্জে আনন্দ স্কুল প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই শিক্ষক নিয়োগে ঘুষ বাণিজ্যের মাধ্যমে নামে-বেনামে সাইনবোর্ডসর্বস্ব প্রতিষ্ঠান দেয়া হয়। এর মধ্যে বিভিন্ন কারণে কমে ২৮১টি স্কুল রয়েছে। এ বছর ২৪৭টি আনন্দ স্কুলের পাঁচ হাজার ৬১৯ শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। বাকি ৩৪টি আনন্দ স্কুলের প্রায় এক হাজার ২০০ শিক্ষার্থী চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ছে। অভিযোগ উঠেছে, ২৮১টি আনন্দ স্কুলে কাগজে-কলমে শিক্ষার্থী থাকলেও তাদের বেশিরভাগই ভুয়া নাম ও স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। সরেজমিন ঘুরে জানা গেছে, উপজেলার ২৮১টি আনন্দ স্কুলের বেশিরভাগই সাইনবোর্ডসর্বস্ব অস্তিত্বহীন। এলাকায় সাইনবোর্ডসর্বস্ব স্কুল দেখা গেলেও শিক্ষার্থীর দেখা মেলেনি। স্কুলের অস্তিত্ব না থাকলেও নামসর্বস্ব সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখা গেছে। আবার কোথাও স্কুল ঘরে রাখা হয়েছে খড়কুটো ও গরুর পাদ। বোঝার উপায় নেই, এখানে আনন্দ স্কুল চলছে। দু-একটি আনন্দ স্কুলে গুটি কয়েক শিক্ষার্থী থাকলেও বাকি সবক'টি স্কুলের চিত্র খুবই ভয়াবহ। মূলত, আনন্দ স্কুলের কার্যক্রম কাগজে-কলমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, উপজেলার মেরুনচর ইউনিয়নের টুপকারচর গ্রামে রোমানের বাড়ির আনন্দ স্কুল দেখতে গেলে শিক্ষিকা রুপালী বেগম শিক্ষার্থীদের পাঠদান না করিয়ে বাড়ির কাজ করাচ্ছেন। তার বসতঘরে বারান্দায় চট বিছানো থাকলেও শিক্ষার্থী নেই। খবর পেয়ে শিক্ষিকা রুপালী বেগম নিজেই ছোটাছুটি করে শিক্ষার্থী জোগাড় করতে বের হন। আধা ঘণ্টা পর তিন শিক্ষার্থীদের নিয়ে আসেন। তাদের ক্লাস করতে বারান্দায় চটে বসতে দেয়া হয়। তিনি জানান, তার স্কুলে সমাপনী ১৬ শিক্ষার্থী রয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তারা পাশেই টুপকারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ছে। কথা হল শিক্ষার্থী সুমি, জিয়া, পাপলুর সঙ্গে তারা জানায়, চার বছরে কোনো শিক্ষা উপকরণ, পোশাক ও উপবৃত্তির কোনো টাকা তারা পায়নি। এ নিয়ে শিক্ষিকা রুপালী বেগম জানান, ৪ মাস পরপর বেতন দেয়ার কথা থাকলেও ৮ মাস পর চার মাসের বেতন পাওয়া যায়। এত কষ্টে পড়ালেখা করানো কঠিন হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ, পোশাক ও উপবৃত্তির কোনো টাকা দেয়া হয় না। তাই তারা শিক্ষার্থীদের ধরে রাখতে পারছেন না।

সরেজমিন পরিদর্শনে বকশীগঞ্জ উপজেলার সবক'টি আনন্দ স্কুলের এমন চিত্রের দেখা মিলেছে। আনন্দ স্কুলের অন্ততপক্ষে শতাধিক শিক্ষিকার সঙ্গে কথা বললে তারা জানান, আনন্দ স্কুল পরিচালনা করতে তাদের অনিয়ম হয়েছে। তবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে তারা জানান, তাদের দুর্বলতাকে পুঁজি করে উপজেলা শিক্ষা কমিটি স্থানীয় কতিপয় আওয়ামী লীগ নেতা ও বকশীগঞ্জ সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তাদের যোগসূত্রে একটি সিন্ডিকেট ব্যাংকের স্বাক্ষরযুক্ত ব্ল্যাংক চেকের মাধ্যমে আনন্দ স্কুলের নামে বরাদ্দকৃত বছরে কয়েক কোটি টাকা ইচ্ছামতো তছরুপ করছেন। এভাবে বকশীগঞ্জে আনন্দ স্কুলের নামে বিশ্বব্যাংকের টাকা হরিলুট হচ্ছে।

এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের রস্ক প্রকল্পের আওতায় আনন্দ স্কুলের তদারকি করা আমার দায়িত্ব না। তিনি বলেন, বকশীগঞ্জ উপজেলায় এ প্রকল্পের দায়িত্বে রয়েছেন কো-অর্ডিনেটর আবু হানিফ। কো-অর্ডিনেটর আবু হানিফের সঙ্গে গত কয়েকদিন মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।